উপস্থিত ঃ- মোঃ হাসান জামান ,সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত, পটিয়া চট্টগ্রাম।

আদেশনং-১৮
তারিখ-১০/০৯/২০২৩ ইং

অদ্য নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি হাজির।

অতপর নথি আদেশের জন্য নেওয় হলো।

১৯/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, ১/২/৫ নং বিবাদী প্রতিপক্ষ কতৃর্ক দাখিলকৃত লিখিত আপত্তি, উভয়পক্ষের বক্তব্যর সমর্থনে দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

দরখাস্তকারী পক্ষের মূল বক্তব্য এই,

নালিশী সম্পত্তি দরখাস্তকারী/বাদীগণ ও বিবাদীদের মৌরশী খরিদা বাড়িভিটি হয়। ২ নং তফসিল বর্নিত ৪ শতক ভুমি বাদীগনের পূর্ববর্তী মতিয়র রহমানের ২৩/১২/১৯৪৭ ইং তারিখের ৭৬২২ কবলামূলে খরিদা ভুমি হয়। বাদীগনের পূর্ববর্তী শামশুল আলম ও হালিমা খাতুন ৪ শতক ভুমিতে স্বত্ববান ছিলেন। ১-৩ নং বাদী ও ১ম পক্ষ মোকাবেলা বিবাদীগণ মূল বিবাদীদের সাথে উক্ত সম্পত্তি এজমালিতে ভোগদখলে আছেন। নালিশী ভুমি নিয়ে তাদের মধ্যে কোন অংশনামা দলিল হয়নি। গত ১৩/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বিবাদী/প্রতিপক্ষগণ ভুল বি এস রেকর্ডের অনুবলে বাদীগনের স্বত্বীয় ও দখলীয় তফসিল বর্নিত সম্পত্তিতে বাদীগনের শান্তিপূর্ন ভোগখলে বাধা সৃষ্টি করায় ; নালিশী ভুমিতে কাঁচা পাকা গৃহ নির্মাণ করিবে এবং নালিশী ভুমি অন্যত্র হস্তান্তর করিবে মর্মে হুমকি প্রদান করায় দরখাস্তকারী অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেছেন।

অপর দিকে ১/২/৫ নং বিবাদী প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীপক্ষের উক্ত বক্তব্যকে অস্বীকার পূর্বক লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে,

তফসিলোক্ত সম্পত্তি আর এস রেকর্ডী আজিজুর রহমান মতিয়র রহমান ও লক্ষীজান গং দের ছিল। আজিজুর রহমান ও লক্ষীজান ০৬/০১/১৯৪১ ইং তারিখে কবলামূলে আর এস ১৪৩৭ দাগে ২০ শতক এবং লক্ষীজান একই তারিখের অপর কবলামুলে ০৮ শতক ভুমি নূর আহমদের নিকট বিক্রয় করেন। নূর আহমদ উক্ত সম্পত্তি হতে ২৩/১২/১৯৪৭ ইং তারিখের কবলমূলে ৪ শতক ভুমি মতিউর রহমানের নিকট বিক্রয় করেন। উক্ত মতিয়র রহমান ২০/০৯/১৯৪৮ ইং তারিখের ৬৯২১ নং কবলামুলে নালিশী আ রএস ১৪৩৭ দাগে ১২ শতক ভুমি আমজাদ আলীর নিকট বিক্রয় করেন। লক্ষীজান পরবর্তীতে উক্ত ১২ শতক ভুমি ২৫/০২/৫৩ ইং তারিখে খরিদ করেন। লক্ষীজান পুনরায় উক্ত ১২ শতক ০৯/০৩/৫৩ ইং তারিখে ২ কবলায় নূর আহমদের নিকট হস্তান্তর করেন। এভাবে নূর আহম্মদ আর এস ১৪৩৭ দাগের সামিল বি এস ১৬০৮ দাগে ৪০ শতক বাড়ি ভিটি খরিদক্রমে ভোগদখলে নিয়ত থাকেন। নূর আহমদের নামে বি এস ২৩৯৭

খতিয়ান হয়। ১-৮ নং বিবাদীগণ নূর আহম্মদ হতে মৌরশীসূত্রে উক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে ভোগদখলকার নিয়ত আছেন।

বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে অত্র মামলায় বাদীপক্ষের প্রাইমা ফেসী কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য বাদীপক্ষের অনুকুলে নহে বরং বিবাদীপক্ষের অনুকুলে। নিষেধাজ্ঞা আদেশ না পেলে বাদীপক্ষের অপূরনীয় ক্ষতি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে বিবাদীপক্ষ নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য দাবি করেন।

উপরিউক্ত বক্তব্য ও দাখিলীয় কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদীপক্ষ নালিশী ২(ক) তফসিলোক্ত আর এস ১৪৩৭ দাগ সামিল বি এস ১৬০৮ দাগের ৪ শতক বাড়িভিটি ভুমিতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন। বাদীপক্ষ তফসিলোক্ত নালিশী তফসিলভুক্ত সম্পত্তি বাদী ও বিবাদীদের এজমালি সম্পত্তি দাবি করলে ও বিবাদীপক্ষ তা অস্বীকার করেন। বাদীপক্ষ তপসিল বর্নিত ৪ শতক ভুমি তাদের পূর্ববর্তী শামশুল আলম ও হালিমা খাতুনের স্বত্বীয় ভুমি মর্মে দাবি করেছেন। কিন্তু বিবাদীপক্ষের দাখিলী ২০/০৯/১৯৪৮ ইং তারিখের ৬৯২১ নং কবলা হতে দেখা যায় উক্ত শামসুল আলম ও হালিমা খাতুনের পিতা আর এস রেকর্ডী মতিয়ার রহমান আর এস ১৪৩৭ দাগে তাহার সমুদয় স্বত্ব ১২ শতক ভুমি আমজাদ আলীর নিকট বিক্রয় করেন। উক্ত ভুমি ২৫/০২/৫৩ ইং তারিখে আমজাদ আলী থেকে লক্ষীজান খরিদ করেন এবং লক্ষীজান ০৯/০৩/৫৩ ইং তারিখে ২ কবলায় নূর আহমদের নিকট হস্তান্তর করেন। বিবাদীপক্ষের দাখিলী উক্ত কবলাসমূহের সি.সি পর্যালোচনায় উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। বিবাদীপক্ষের দাখিলী কবলাসমূহ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদীগনের পূর্ববর্তী নূর আহম্মদ নালিশী আর এস ১৪৩৭ দাগের সমুদয় ৪০ শতক ভুমি খরিদ করেছেন এবং উক্ত খরিদ দৃষ্টে তাহার নামে বি এস ২৩৯৭ নং খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচারিত আছে। অপর দিকে নালিশী দাগের সম্পত্তি বাদীগনের পূর্ববর্তী পূর্বে বিক্রি করায় উক্ত দাগে বাদীগনের আপাত কোন স্বত্ব স্বার্থ নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা প্রেক্ষিতে অত্র আদালত এরুপ সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছে যে, অত্র মামলায় মামলার এ পর্যায়ে বাদীপক্ষ আপাত Prima facie কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বাদী পক্ষের প্রতিকুলে এবং অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে মর্মে দৃষ্ট হয়না। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের অস্থায়ী নিষেধজ্ঞার প্রার্থনা নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

অতএব আদেশ হয় যে,

বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষ কতৃক আনীত গত ইং ৩১/১২/২০২০ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

আগামী----------ইং পরবর্তী ধার্য তারিখ।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম